Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 246
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 239 - 246
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রসঙ্গ মালদহ জেলার গম্ভীরা গান : রূপ ও রূপান্তর

অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা
Email ID: saurenugb@gmail.com
ও
রঞ্জন রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা
Email ID: royranjan1133@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Gambhira's, song, topography, distinctiveness of Gambhira songs, evolution of Gambhira.

Abstract
The fame of Gambhira songs, an approximately one and a half hundred years old traditional song of Maldah district, has spread from the country to abroad as well. Although Shibotsava begins auspiciously in Chaitrasankranti, this solemn song can be seen in some places in the months of Baisakh, Jaishtha and even Ashad. What is the present form of the Gambhira songs that pre-independence protested against the British, in which there was an overall form through the Tantric ritual trial? Or is there any condition? etc. An attempt will be made to discuss all these points in brief.

Discussion

লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ হল লোকসংগীত। আর মালদহ জেলার লোকসংগীতের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত হল গম্ভীরা গান। এই গানের খ্যাতি মালদহ জেলা থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন জেলা এবং বর্হিদেশেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে অনেক লোকসংগীত পথ চলা শুরু করলেও, কালের বিবর্তনে হারিয়ে যায়। কিন্তু গম্ভীরা সেদিক থেকে আজও সমান তালে বহমান, যদিও সময়ের পরিবর্তনে কিছুটা হলেও গম্ভীরার উৎসব বা অনুষ্ঠানে ভাঁটা পড়েছে, তবে বর্তমান মালদহের যে গম্ভীরা শিল্পীরা আছেন, তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মালদহের ঐতিহ্য গম্ভীরা গানকে বাঁচিয়ে রাখার বা ধরে রাখার জন্য। শিবোৎসব অর্থাৎ শিবকে কেন্দ্র করেই এই উৎসব মালদহ জেলায় চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, এমন কি আষাঢ় মাসেও বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। শিব বা নানা রূপকার্থে শাসক শ্রেণির প্রতিনিধি, আর নাতি রূপকার্থে জনসাধারণের প্রতিনিধি। এই শিব বা নানার কাছে নাতিরা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং সেই সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। এই অনুষ্ঠানে আদিমতার সাথে তান্ত্রিক আচার বিচারের মধ্যে দিয়ে কোথাও তিনদিন, কোথাও চারদিন বা কোথাও সাত দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। নানান অঙ্গভঙ্গি,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 246
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাস্যকৌতুক এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের পালাভিনয়ে লোকনাট্য, লোকসংবাদিকতার উপাদানও খুঁজে পাওয়া যায়। যাইহোক আমরা গম্ভীরার যে আদি রূপের মাহাত্ম্য বা জৌলুস ছিল, কালের বিবর্তনে সেই রূপের মাহাত্ম্য কতটা বর্তমান আছে, তা আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

গম্ভীরা অর্থাৎ শিবোৎসব হয় মালদহ জেলায় চৈত্র সংক্রান্তির ঠিক চারদিন আগে থেকে, তবে জায়গা বিশেষে কোথাও তিনদিন, তো কোথাও চারদিন, তো কোথাও আবার সাতদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় অনুষ্ঠিত হতে এবং এই অনুষ্ঠান বা উৎসব বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, এমন কি আষাঢ় মাস পর্যন্ত কোথাও কোথাও হয়ে থাকে। মণ্ডল বা প্রধানের দ্বারা পরিচালিত এই অনুষ্ঠান মূলত চার দিনে পরিসমাপ্ত হয়। সেই চারদিনের অনুষ্ঠান গুলি হল - ঘটভরা, ছোট তামাশা, বড় তামাশা এবং আহারা পূজা। আর এই অনুষ্ঠানের একটি অংশ হল পালাগান, এই পালাগান কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আসরে পরিবেশিত করা হয়। পর্বগুলি হল - বন্দনা, চার-ইয়ারি, ডুয়েট, টনটিং এবং রিপোর্ট। আমরা গম্ভীরা অনুষ্ঠান বা উৎসবের যে স্বরূপটি ছিল, তা একবার আলোচনা করবো —

ঘটভরা : মালদা জেলার এই অনুষ্ঠানটি অঞ্চল বিশেষে কোথাও তিনদিন আগে, কোথাও সাতদিন আগে, তো কোথাও নয়দিন আগে হয়। তবে সব জায়গাতেই এই অনুষ্ঠানটি হয়। গম্ভীরার মণ্ডপটি পদ্মফুল দিয়ে সাজানো থাকতো, বর্তমানে কাগজের ফুল দিয়ে মণ্ডপটি সাজানো হয় এবং ধূপ ধুনায় ভরে থাকতো। প্রধান ভক্ত বা মণ্ডল যিনি থাকতেন তিনি মণ্ডপের কাছাকাছি নদী, পুকুর বা খাল বিল থেকে ঘটে জল ভরতে যেতো এবং সাথে থাকতো ঢাক ও কাঁসির বাজনা। জেলার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন দিনে এই অনুষ্ঠানটি হলেও নিয়ম-নীতি সর্বত্র একই ছিল। এই দিন আর বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান থাকত না।

ছোট তামাসা : এই দিন হর-পার্বতীর পূজা হয় এবং প্রধান ভক্তের সাথে ছোট ছোট ভক্তরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, যাদের বলা হতো 'বালাভক্ত'।[১] এক সারিতে দাঁড় করিয়ে শিবের বন্দনা পাঠ করা হত এবং এই সময় নাকি এক পায়ে দাঁড়ানোর রেয়াজও ছিল। এই দিনে আর একটি কোথাও কোথাও অনুষ্ঠান হত যার নাম ফুলভাঙ্গা।[২] সে অনুষ্ঠানটি হল - কচি বা নরম কাঁটা গাছের সঙ্গে সিদ্ধি গাছের আগার ডগা এক সঙ্গে বেঁধে নিয়ে ছোট ছোট ছেলেরা অর্থাৎ বালাভক্তরা ঢাক ও কাঁসির বাজনার সাথে এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে নৃত্য করত। তবে এই অনুষ্ঠান বর্তমানে খুব কম দেখা যায়।

বড় তামাশা : ছোট তামাসা ও বড় তামাশা এই দুই অনুষ্ঠানের মধ্যে বড় তামাশার দিনটি ছিল আকর্ষণীয়। এই দিন বিভিন্ন মুখোশের নাচ হত - চামুণ্ডা, নারসিংহী, বাসুলী, রাম-লক্ষণ, হনুমান, ভূত-প্রেত ইত্যাদি। কালীর নাচকে বলা হত মশান নাচ। তবে এই মুখোশের নাচের মধ্যে ভয়ংকর নাচ ছিল নারসিংহী মুখোশ নাচ। ভিন্ন ভিন্ন নাচের ভিন্ন ভিন্ন ঢাকের বোল থাকতো। এই দিনই আর একটি অনুষ্ঠান হত, সেটা হল ছদ্মবেশ ধারণ বা সঙ সাজা। এই অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর ছদ্মবেশ ধারণ করে আনন্দ উৎসব করা হত। তবে বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি একটি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

আহারা : গম্ভীরা অনুষ্ঠানের বা উৎসবের এই দিনে আহারা পূজার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি হত। এই দিনের প্রধান অনুষ্ঠান ছিল হর-গৌরী পূজা বা শিবের পূজা। তবে এই দিন কয়েকটি আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান হত বোলবাই বা বোলাই, সামশোল ছাড়া, ঢেঁকিমঙ্গল ইত্যাদি। বোলবাই বা বোলাই অনুষ্ঠানে শিবের চাষের অভিনয় অনুষ্ঠান হত এবং অনুষ্ঠানের শেষে কত ধান জিজ্ঞাসা করলে এবং প্রত্যুত্তরে বছরের মোট ধানের পরিমাণ জানা যেতো। আর সামশোল ছাড়া অনুষ্ঠানে একটি মাছ জিইয়ে রেখে এই দিন পুকুরে বা নদীতে ছেড়ে দেওয়া হত, অনেকে এটাকে বৈতরণী পার অনুষ্ঠান বলে মনে করেন। আর ঢেঁকিমঙ্গল অনুষ্ঠানে কৃষি নির্ভর অর্থাৎ কৃষকদের বাড়িতে ঢেঁকির গুরুত্ব অপরিসীম থাকার কারণে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ঢেঁকিকে সম্মান জানানো হত। তবে বর্তমানে এই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান গুলি হয় না বললেই চলে।

গম্ভীরা অনুষ্ঠানের একটি অংশ হল গম্ভীরা পালাগান। এই গানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, জুড়ি, বাঁশের বাঁশি প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গম্ভীরা গানের যে গায়ক বা শিল্পীরা হন তারা মূলত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 246
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অজ্ঞ, নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত শ্রেণির। তারা খালি চোখে যা দেখেন, সাধারণ ভাবে যা বোঝেন তাই নিয়েই গান লেখেন। এই গানের মধ্যে দিয়েই তারা তাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, এমনকি নানা ধরনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ফলত এই গান শুধু অনুষ্ঠান বা উৎসবের গান হয়েই থাকেনি, এই গান নিম্নবিত্ত শ্রেণির সর্বসাধারণের হয়ে উঠেছে। এই পালা গান কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আসরে পরিবেশিত হয়। পর্বগুলি হল -

বন্দনা : এই পর্বে চারজন চরিত্র সকলে মিলে শিব বা নানাকে আহবান করে এবং তার কাছে তাদের সকল দুঃখ দুর্দশার কথা উপস্থাপন করে এবং শিব বা নানা সে সব দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই অংশের আক্ষরিক অর্থ হলো শিব বা নানা রূপকার্থে শাসক শ্রেণির প্রতিনিধি, আর সেই চারজন চরিত্র মধ্যে একজন থাকে উচিত বক্তা, যার পড়নে থাকে ছেঁড়া গেঞ্জি আর ময়লা ধুতি, এই ছেঁড়া গেঞ্জি আর ময়লা ধুতি নিম্নবিত্ত জনসাধারণের প্রতিকী চিহ্ন। তাই তিনি সকল জনসাধারণের প্রতিনিধি। এখানে এই চারজন চরিত্ররা সকলে মিলে তাদের দুঃখ দুর্দশা এমনকি নানা ধরনের সমস্যা যা বর্তমানে সামাজিক বা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার কথা উপস্থাপন করে শিব বা নানার কাছে। আর শিব বা নানা যেহেতু শাসক শ্রেণির লোক, তাই সেই সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। এই পর্বের একটি গান হল-

(রচনা : ধনকৃষ্ণ অধিকারী, সূত্র : সতীশ গুপ্তের খাতা)
"প্রণমি হে পশুপতি প্রণমি পদকমলে
কিঙ্করে করুণা দানে কুণ্ঠিত হয়ো না কালে।।

ষড় অরি তাড়নে জড়িত তনু চালক
সৃষ্টি স্থিতিতে প্রলয়কারী তুমি জগৎ পালক,
এস এস মানসে মম আমি অকৃতি অধম
মত্ত মাতঙ্গে দম ছিন্ন করিয়া জালে।।

ভব রঙ্গ মঞ্চে আমি মমত্ব হারানু সব
অজ্ঞান তিমির বন্ধে বিলুপ্ত হইল বিভব;
কর করুণা হে দিকবাস অকৃতের পুরাও অভিলাষ
ধনকৃষ্ণ দাসানুদাস ও পদ রজ দাও হে ভালে।।"[৩]

ডুয়েট : এই পর্বে সাধারণত দুটি চরিত্র থাকে, একজন মহিলা একজন পুরুষ। তবে অন্যত্র দুটি চরিত্রই পুরুষও হতে পারে নয়তো দুটো চরিত্রই মহিলাও হতে পারে। এই অংশের বিষয়গুলো সাধারণত সমাজের ছোটখাটো ঘটনা গুলি নিয়ে হাঁসি-ঠাট্টা, রঙ্গরসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ যে সব ঘটনা সাধারণত সবার কাছেই অতিপরিচিত। মোট কথা দর্শক বা জনসাধারণের মধ্যে হাসির উদ্রেক তৈরি করাই এই পর্বের প্রধান লক্ষ্য। বিষয়গুলি যেমন - স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক বা দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যহ নানান সমস্যার কথা, নানা ও নাতির রঙ্গ তামাশা, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ঝামেলা ইত্যাদি ছোটখাটো বিষয়গুলি এই অংশ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, হাস্যকৌতুক এবং সংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এই পর্বেই লোকনাট্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এই পর্বের একটা গান হল -

(রচনা : উপেন্দ্রনাথ দাস, সময় : ১৯৪৮ খ্রি:, সূত্র : উপেন দাসের খাতা)
"পতি - তাজ ঘাসনা ভুলের পথে পা দিও না।
প্রণাম করি নার্সের চাকরী তুমি
ঘেন্নার ধার কি ধার না।।
পত্নী - তুমি বলছে কি পাওয়া লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব না
করব রোগীর সেবা দিয়ে বাঁধা
তুমি পাপের ভাগী হয়ো না।।

পতি - নারীর ধরম ব্যর্থ করে বসিয়ে দিয়ে সুখের হাট
উজান ভাটি চলবে খাঁটি প্রাণটা করে গড়ের মাঠ
কালের সাথে যাবে ভেসে খুঁজে তোমায় পাবো না।।
পত্নী - মায়ের মতন দরদ দিয়ে খাটে
নার্সের নিপুণ হাত
ফুটায় হাসি রোগীর মুখে হেভী ডিউটি
দিনা আর রাত
ধর্ম অর্থ দুই পাব পাব সুখ আর সান্তনা।।"[৪]

চার ইয়ারি : এই পর্বে সাধারণত চারটি চরিত্র থাকে। আর এই চারটি চরিত্রের মধ্যে একজন থাকে উচিত বক্তা। যার পরনে থাকে ছেঁড়া গেঞ্জি ও ময়লা ধুতি। যিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি। যেখানে সামাজিক থেকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নানান বিষয় বা ঘটনাগুলি নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও হাস্যকৌতুক এবং নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়। এই পর্বেও লোকনাট্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এই পর্বের একটি গান হল -

(গোপীনাথ শেঠ, ইংরেজবাজার, মালদা)
১ম - পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী
২য় - সরকারি কর্মচারী (কেরানী)
৩য় - শিক্ষয়িত্রী
৪র্থ – চৌকীদার

১

১. দেশে জরুরী অবস্থা পুনঃ উদ্বাস্তু সমস্যা
শোভে না এখন মিছিল ধর্মঘট করা
২. এই দুর্দ্দিনে কেরানীরা না খেয়ে আধমরা
৩. দেশের শিক্ষক শ্রেণী বায়ুভুক প্রাণী
৪. মোদের প্রতি কিন্তু সুবিচার
সরকার মোদের দয়ার অবতার
তের টাকা মাসিক বেতন আমি গাঁয়ের চৌকিদার।

২

১. জানাই ধর্মঘটীদের প্রতি মোদের এমন নাই সঙ্গতি
কেমনে বেতন বাড়াই
২. এম.এল.এ মন্ত্রীদের বেলায় টাকা পাও কোথায়
৩. ধর্মঘট বিনে সরকার শুনে না কানে
৪. মোদের ধর্মঘটের সময় নাই
ডে অ্যান্ড নাইট চাকরী করি ভাই
মোদের হেভি ডিউটী নাইকো ছুটি
শুধু পায়খানা করার ছুটী পাই।[৫]

টনটিং : এই পর্বে সাধারণত দুটি চরিত্র থাকে এবং এখানে কুৎসা বা কেচ্ছামূলক ঘটনা নিয়ে পরিবেশিত করা হয়। সাধারণত সমাজের মধ্যে কেউ অপরাধমূলক কাজ বা দুর্নীতির সাথে যুক্ত এমন কাউকে নিয়ে কেচ্ছা গাওয়া হয়। অর্থাৎ সরাসরি এই গানের মাধ্যমে অপরাধীর নাম ধরে নিন্দিত বা লজ্জিত করা হয়, যাতে করে সে অপরাধী দ্বিতীয়বার সেই অপরাধ বা দূর্নীতি না করে। অর্থাৎ এখানে একটা জনপ্রতিবাদের সুর ভেসে ওঠে। এই পর্বের একটি গান হল -

(রচনা : উপেন্দ্রনাথ দাস, সূত্র : উপেন দাসের খাতা)

“ঘোষ - বাংলা গেল রসাতলে
সোনার বাংলা করলো জংলা জুটে ১৪ দলে।।
ধরম - তাই ভাবছি আমি বসে
করি কি উপায় সববুঝি যায় কংগ্রেস গেল ভেসে।
ঘোষ - ১৪ দলের চাপে পড়ে কংগ্রেস হল তল
শান্তিশৃঙ্খলা হারিয়ে বাংলার সব হ’ল অচল
কান্ডারীবিহীন তরী যেন ভাসছে অকূলে।।
ধরম - বাংলার বুকে আছে বসে যুক্তফ্রন্ট সরকার
পাই ভেবে কেমন করে হয় তাদের উজার
রাখতে কংগ্রেসের মান খুঁজ সন্ধান কোমড় বাঁধ কসে।”[৬]

রিপোর্ট বা বর্ষবিবরণী : গম্ভীরা গান যেহেতু বছরের শেষান্তে অনুষ্ঠিত হয় সেহেতু বিগত বছরের সামাজিক থেকে শুরু করে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নানান বিষয়ের উপর একটা সংবাদ পরিবেশিত করা হয়। যেখানে বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ এবং দূরদর্শন থাকা সত্ত্বেও সমাজের নিম্নবৃত্ত ব্রাত্য শ্রেণির মানুষদের কাছে এখনও কোনো খবর পৌঁছায় না। সেই জায়গায় এই সব ধরনের গানের ভূমিকা অগ্রগণ্য। অর্থাৎ এখানে একটা জনশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্বের একটি গান হল –

(রচয়িতা - গোপীনাথ শেঠ)
কোন সুরেতে গাহিব গান - আজাই।
করি এ সুর ওসুর ঘুসুর ঘুসুর সুর বিনে গান গাওয়া দায়।

১. ভারতের প্রেসিডেন্ট মশাই
প্রতি বছর উপাধি বিলায়
পুরাতন অফিসার একজন
করেছিল নরনারী নির্য্যাতন
সেই কাজের গুনে এতদিনে ‘পদ্মশ্রী’ উপাধি পায়।

২. হায়রে দুঃখের উপর দুঃখ
গেল রাতে শুয়ার সুখ
রাতে শুয়্যা থাকলে ঘরে
মশা টেনে বাহির করে
মশা মারতে গিয়া গিন্নী গালে আমার চড় বসায়।[৭]

সুতরাং আমরা বলতে পারি, এই যে গম্ভীরা পালাগান পাঁচ পর্বে ভাগ করে পরিবেশিত করা হলেও গম্ভীরা গানের যে একটা বৈশিষ্ট্য বা কাহিনি রসাস্বাদন করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। এমনকি চরিত্রাভিনয়ে যে শিল্পীরা অভিনয় করে থাকেন, বেশির ভাগ পুরুষ এবং নারীর ভূমিকায় পুরুষরাই নারী সেজে অভিনয় করে থাকে। বর্তমানে কিছু কিছু দলে নারীদের ভূমিকায় নারীকেই অভিনয় করতে দেখা যায়। এমনকি নারীদের দলও গভীরা গান নিয়ে চর্চা করতে দেখা যায়।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে মালদহ জেলা তিনটি এলাকায় বিন্যস্ত, যথা - বরিন্দ্র, টাল ও দিয়ারা।[৮] এই জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত মহানন্দা নদী এবং জেলাটিকে পূর্ব আর পশ্চিমে দুই ভাগ করেছে। পূর্ব দিকের অংশটি বরিন্দ্র এলাকার মধ্যে অবস্থিত, যেখানে পুরাতন মালদহ, গাজোল, হবিবপুর, এবং বামনগোলা অঞ্চল গুলি আছে। এই মহানন্দা নদীর পশ্চিম পারের অংশটি দুইটি ভাগে ভাগ হয়, অর্থাৎ গঙ্গা থেকে নির্গত হয়ে মহানন্দা নদীতে মিলিত পূর্ব-পশ্চিমে

প্রবাহিত কালিন্দী নদীর উত্তর ভাগকে বলে টাল অঞ্চল এবং দক্ষিণ ভাগকে দিয়ারা অঞ্চল বলে। টাল অঞ্চলের মধ্যে চাঁচল ১ ও ২, রতুয়া ১ ও ২ এবং হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লকগুলো আছে। আর দিয়ারা অঞ্চলের মধ্যে ইংলিশ বাজার, কালিয়াচক, মানিকচক, বৈষ্ণবনগর এবং রতুয়া ব্লকের কিছু অংশ নিয়ে বর্তমানে আছে। ফলত এই সব বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা বজায় আছে। যেমন - বরিন্দ্র এলাকায় বরেন্দ্রী উপভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আঞ্চলিক উপভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। সাধারণত এই এলাকায় কোচ, রাজবংশী, দেশি, পলি জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে এবং এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কোচ পলেদের নিজস্ব উৎসব এই গম্ভীরা উৎসব।[৯] জেলার পশ্চিম, পশ্চিম-দক্ষিণ এবং আংশিক উত্তরে খোট্টা উপভাষার প্রভাব বেশি আছে। আবার দক্ষিণাংশে রাঢ়ী উপভাষার কিছু প্রভাব আছে। কিন্তু গম্ভীরা গানের মধ্যে এইসব অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা গুলি মিলিত হয়ে একটি মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করেছে।

জেলার বিভিন্ন লোকসংগীত থেকে একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় এই গম্ভীরা গানে। এই গানের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বাতন্ত্র্য[১০] খুঁজে পাওয়া যায়, সেই কারণগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব —

১. এই গানের কাহিনিগত দিক। আমরা সাধারণত দেখি কোন লোকসঙ্গীতের বন্দনা বা বিভিন্ন পর্যায় থাকলেও পরে একটি নির্দিষ্ট কাহিনির উপর পরিবেশন করা হয় এবং সেটাই মূল পালা বা আসল কাহিনি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুরে গাঁথা অখণ্ড কাহিনি। কিন্তু গম্ভীরা গানে এই রকমটা থাকেনা। গম্ভীরা গানের কাহিনি বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে পরিবেশিত করা হয় এবং বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন কাহিনি পরিবেশিত হয়। কিন্তু সমগ্র কাহিনির রস আস্বাদনে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।

২. গম্ভীরা গানের একটা বিশেষত্ব হল সংবাদ পরিবেশনা। এই অংশটি গম্ভীরা গানের সর্বশেষ অংশ। এই অংশে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থানীয় বিষয় থেকে শুরু করে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক যেকোনো বিষয়ের উপর সংবাদ পরিবেশন করা হয়। অন্যান্য লোকসঙ্গীতে সংবাদ পরিবেশন করা হলেও গম্ভীরার মতো নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই কম দেখা যায়। তাছাড়াও নির্ভরযোগ্যতা বা বিশ্বস্ততার অভাব থাকে। কিন্তু গম্ভীরা গানে পক্ষপাতশূন্যতা ও সার্বিক সামাজিকতাবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, যা অন্যান্য লোকসঙ্গীতে খুব কম থাকে।

৩. প্রচারধর্মিতা গম্ভীরা গানের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। আহারা অনুষ্ঠানে বোলবাহি পালাভিনয়ে এই প্রচারধর্মিতার বিষয়টা লক্ষ্য করা যায়। শিব পার্বতীর মহিমা যেমন প্রচার করা হয় তেমনি যুগোপযোগী মানবকল্যাণমুখীর বহু বিষয়ে এবং স্বাদেশিকতার পক্ষে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বা প্রশাসনের অপশাসনের প্রতিবাদের প্রচারে ইত্যাদি নানা বিষয়ে গম্ভীরা গানের প্রচারধর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র।

৪. অসাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে এই গানের গুরুত্ব অপরিসীম। নানা শব্দটি বিশেষত মুসলিম সমাজের ঘরের লোক। সেই অর্থে শিবকে নানা বলে কাছের অর্থাৎ ঘরের মানুষ ভাবা হয়। আর এখানেই স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়, যা অন্যান্য লক্ষ্য সংগীতে দেখা যায় না বললেই চলে। এছাড়াও আরো নানা কারণে গম্ভীরা গানে স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ্য করা যায় - সময়োপযোগী আঙ্গিক বা ঘটনার বিষয়বস্তু, সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি নানা কারণে গম্ভীরা গান স্বাতন্ত্র্য এবং জেলার মধ্যে বহুল প্রচারিত এবং চর্চিত।

বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে গম্ভীরার উৎসব বা অনুষ্ঠান থেকে গম্ভীরা গানের আদর বেশি, তার সার্বজনীন মূল্যে, তার আবেদনে, রস-রসিকতা ও নির্মল হাসির কারণে। গম্ভীরা গান গম্ভীরা উৎসব বা অনুষ্ঠানের একটি অংশ। গম্ভীরার আদিমতার প্রাধান্য অর্থাৎ তান্ত্রিক আচার-আচরণ ও আনুষ্ঠানিক প্রাসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপগুলি সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে। বর্তমানে গম্ভীরা হয়ে উঠেছে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যখন ইচ্ছা তখন, যেখানে ইচ্ছা সেখানে হচ্ছে। এটি এখন প্রচারের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কোন কিছুর প্রচার করতে হলে এই গম্ভীরা গানের মাধ্যমে করা হয়। আগে গম্ভীরা উৎসব যে একটা নির্দিষ্ট তারিখে - একটা নির্দিষ্ট মাসে হত, সেটা এখন আর দু একটি জায়গা বাদ দিয়ে কোথাও হয় না। বর্তমানে মালদহ জেলায় পুরাতন মালদহে গম্ভীরা উৎসব হয় বৈশাখ মাসের ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ তারিখে।

ইংরেজ বাজারে বৈশাখ মাসের ১৬ তারিখে, আইহোতে জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩, ৪ ও ৫ তারিখে হয়। এই রকম গম্ভীরার অবস্থা দেখে দুঃখ করে আইহোর গম্ভীরা কবি ইন্দ্রদমন শেঠ বলেছেন –

> "গায়কের অভাবে গান গাওয়ান হয় না। খাতার গান খাতায় লেখা থাকে। নতুন নতুন গায়কের জন্ম না হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো গম্ভীরা গান গাওয়ানোই হবে না।"[১১]

সাধারণত দক্ষ অভিনেতার জন্যই গম্ভীরা দলের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণিত হয়। এছাড়াও একটি গম্ভীরা শিল্পীর সাক্ষাৎকারে গম্ভীরা উৎসব বা অনুষ্ঠান না হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন, সেগুলো হল - আর্থিক অসহায়তা, মানুষের ব্যস্ততা, বিনোদনের জন্য অন্য মাধ্যম ইত্যাদি। সুতরাং আমরা বলতে পারি গম্ভীরার রূপান্তরে গম্ভীরা গানের যে একটা জৌলুস ছিল বা একটা প্রতিবাদী সত্তা ছিল সেটা বর্তমানে আর নেই।

Reference:

১. রায়, পুষ্পজিত 'গম্ভীরা', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০ জুলাই ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ৮

২. ঘোষ, প্রদ্যোৎ 'গম্ভীরা লোকসংগীত ও উৎসব একাল ও সেকাল' চক্র এণ্ড কোং, চৌষট্টি/বি, প্রতাপাদিত্য রোড, ক'লকাতা - ছাব্বিশ, পৃ. ১১

৩. পাল, ড. ফণী 'গম্ভীরার কবি-শিল্পীদের জীবন-কথা ও সঙ্গীত সংগ্রহ' নন্দিতা, ৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯, প্রথম সংস্করণ- ২০১২, পৃ. ১৯৯

৪. তদেব, পৃ. ৩১৬

৫. ঘোষ, ড. প্রদ্যোত 'লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার', পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ- নববর্ষ ১৪১০, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ২০১৮, পৃ. ১৭০-১৭১

৬. পাল, ড. ফণী 'গম্ভীরার কবি-শিল্পীদের জীবন-কথা ও সঙ্গীত সংগ্রহ' নন্দিতা, ৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯, প্রথম সংস্করণ- ২০১২, পৃ. ৩০৬

৭. ঘোষ, প্রদ্যোৎ 'গম্ভীরা লোকসংগীত ও উৎসব একাল ও সেকাল' চক্র এণ্ড কোং, চৌষট্টি / বি, প্রতাপাদিত্য রোড, ক'লকাতা - ছাব্বিশ, পৃ. ৮৫

৮. রায়, পুষ্পজিত 'মালদা জেলার লোকসংস্কৃতি' সুবনসিরি, হেড অ্যাহেড ফাউন্ডেশন-এর একটি ইউনিট, বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ ও জেলা - মালদা - ৭৩২১০১, প্রথম প্রকাশ - ২০০৮, পৃ. ১৫

৯. রায়, পুষ্পজিত 'গম্ভীরা', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০ জুলাই ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ৮৪

১০. তদেব, পৃ. ৮৯-৯৩

১১. ঘোষ, প্রদ্যোৎ 'গম্ভীরা লোকসংগীত ও উৎসব একাল ও সেকাল' চক্র এণ্ড কোং, চৌষট্টি / বি, প্রতাপাদিত্য রোড, ক'লকাতা - ছাব্বিশ, পৃ. ২৪

Bibliography:

পালিত, হরিদাস 'আদ্যের গম্ভীরা', সম্পাদনা - ড. ফণী পাল, বলাকা, ৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯, প্রকাশ অগাস্ট ২০০৩

সেনগুপ্ত, পল্লব 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ- সেপ্টেম্বর, ২০০২. পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ- জানুয়ারী, ২০১০

দাস, শচীকান্ত 'গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান', বইওয়ালা, ১৪৯ ক্যানাল স্ট্রিট, কলকাতা-৪৮, প্রথম প্রকাশ- মালদা জেলা বইমেলা, ২০০৭

ঘোষ, অজিতকুমার 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' জেনারেল প্রিন্টাস য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ- রতযাত্রা, ১৩৬২

ভট্টাচার্য, আশুতোষ 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ- ২০১৭ (শক ১৯৩৯)

ঘোষ, ড: প্রদ্যোত 'মালদহ জেলার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১৮৫২-১৯০০) প্রথম খণ্ড' এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ- বৈশাখ ১৩৬২ (১৯৫৫), দ্বিতীয় সংস্করণ- পৌষ ১৩৬৭ (১৯৬০)

ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১৯০০-১৯৬০) দ্বিতীয় খণ্ড' এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ- বৈশাখ ১৩৬২ (১৯৫৫), পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ- বৈশাখ ১৩৬৭(১৯৬০)

ঘোষ, প্রদ্যোত 'বাংলার জনজাতি', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- জুলাই, ২০০৮

সরকার, পবিত্র 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল, ১৯৯১, বৈশাখ, ১৩৯৮, দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ- মার্চ, ১৯৯৭, চৈত্র, ১৪০৩, তৃতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ- এপ্রিল, ২০০৩, বৈশাখ, ১৪১০